দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 FEB 1992 পৃঃ 8

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আশু কর্তব্য

মমতাজ লতিফ

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য একটি শিক্ষিত জাতি সৃষ্টি করা যে মাতৃভাষায় পড়তে পারে, হিসাব রাখতে পারে এবং যে জনগোষ্ঠী জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন করতে, গৃহে এবং কর্মস্থলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এর সঙ্গে সঙ্গে এটি পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ভিত হিসেবেও কাজ করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি — স্কুল সংখ্যা-প্রায় ৪৫,০০০, শিক্ষার্থী সংখ্যা— প্রায় ১,২০,০০০.০০০, শিক্ষক সংখ্যা -প্রায় ১,৮৬,৫৯৭।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য দল বা টার্গেট গ্রুপ— ৬+১০+ বয়সের সব শিশু। সুতরাং এদের ৮০/৯০ ভাগ হচ্ছে দরিদ্র, নিরক্ষর বাবা-মার সন্তান যাদের বাসস্থান, কর্মস্থল, গ্রাম নতুবা শহরের বস্তি এলাকা। ভবিষ্যৎ জীবিকা দৈহিক শ্রমনির্ভর কাজ।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রধান বাধা এই দরিদ্র, নিরক্ষরের সন্তানদের স্কুলে ধরে রাখা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করানো। এরাই মোট শিক্ষার্থীর সিংহভাগ। সুতরাং সবরকম ব্যবস্থা, নীতি, কর্মসূচী এদের স্বার্থে প্রণীত হতে হবে, যাদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার পর আর অগ্রসর হতে পারবে না। অন্যদিকে শিক্ষিতের এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তানেরা যে কোন বাধা টপকে উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হবেই। বাবা-মার সাহায্য তো আছেই।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বাধা বিগত এরশাদ সরকার কর্তৃক বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবর্তন।

পূর্বে ইংরেজী তৃতীয় শ্রেণী থেকে ছিল। এরশাদ সরকার, দরিদ্র ও নিরক্ষরের যে শিশুর জন্য এ ভাষা কোন দিক থেকে কাজে আসবে না, সেটিকে প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষা শেখা শুরুর সময়ে তা প্রবর্তন করে একটি চরম অন্যায় করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক স্তরে কোন বিদেশী ভাষা নেই। বিদেশী ভাষা মানুষ তার উচ্চশিক্ষার জন্য এবং জীবিকার কাজে ব্যবহারের জন্য শেখে। সেজন্য একটি বিদেশী ভাষা কখনো দুই বছরের বেশি শেখানো হয় না, কারণ একটু বয়স্ক মানুষ প্রয়োজনে শেখে বলে এটা তাড়াতাড়ি শেখে এবং শেখার পরপরই তা ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য, ভাষার ব্যবহার না থাকলে সকলেই সে ভাষা ভুলে যায়। সুতরাং যে সিংহভাগ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা তো নয়ই, প্রাথমিক শিক্ষাই শেষ করে না, দেশে দৈহিক শ্রমযুক্ত এবং সীমিত দক্ষতানির্ভর জীবিকায় জড়িত হবে তার জন্য প্রতিবছর এ সময় দেয়া পুরোপুরি অপচয়।

তাছাড়া আমাদের বিনামূল্যে দেয়া পাঠ্যবইয়ের ব্যয়ের সিংহভাগ আসে বিদেশী সাহায্য থেকে যা কমিয়ে আনা একান্ত দরকার।

সর্বোপরি নিরক্ষরের যে শিশুদের পক্ষে মাতৃভাষা সুষ্ঠুভাবে শেখা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি-পরিবেশ জ্ঞান, হিসেবের জ্ঞান, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের মানোন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারা যেখানে যথেষ্ট, সেখানে বিদেশী ভাষা শুধুমাত্র অপচয় নয় বরং তার মাতৃভাষা শেখার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।

স্কুল ঘর কম থাকার কারণে স্কুলগুলো দুই শিফটে চলে। ১০-১২টা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ১২.১৫ থেকে ৪টা-তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার বই বাংলা ও গণিত, বর্তমানে সংযোজিত হয়েছে ইংরেজি। এছাড়া মৌখিকভাবে শেখানোর জন্য রয়েছে পরিবেশ পরিচিতি, ৪টি ধর্ম, সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা এবং চারুকারুকলা।

এর মধ্যে ইংরেজি তুলে নেয়া আশু কর্তব্য। দু'ঘন্টার বেশী সময় বাড়ানো না গেলে বাংলা, গণিত প্রতিদিন ১ ঘন্টা, অন্য ১ ঘন্টায় পরিবেশ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের দক্ষতা, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দেয়া যায়, যার সঙ্গে সঙ্গীত, ছড়া, হাত-পা নাড়ার ব্যায়াম সংযোজন করা যায়।

বন্যার দরুন প্রায় প্রতিবছরে নির্ধারিত ক্লাসগুলো অনেকদিন ধরে হতে পারে না। এ কারণে জুলাই, আগস্ট বন্ধ দিয়ে, রমজান ইত্যাদিতে দীর্ঘ বন্ধ না দিয়ে, জুলাই-জুন, শিক্ষা বর্ষ করা যেতে পারে। মে-জুনে বার্ষিক পরীক্ষা হতে পারে। ভারতের বৃষ্টিপ্রধান মহারাষ্ট্রে এ নিয়মে স্কুল চলে।

নিরক্ষরের সন্তানরা স্কুল শিক্ষা গ্রহণে বাবা-মার কোন সাহায্য পায় না —এটি শ্রেণীগুলোতে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধির একটি বড় কারণ। এটি দূর করার জন্য শিশুশ্রেণীকে প্রস্তুতিমূলক শ্রেণী হিসেবে যেমন গ্রহণ করা দরকার তেমনি প্রতি শ্রেণীতে বছরের প্রথম দু'মাস পূর্ববর্তী শ্রেণীর কঠিন অংশগুলো আরেকবার অনুশীলন করে নেয়ার বন্দোবস্ত করা গেলে এদের কৃতিত্বের হার অবশ্যই বেড়ে যাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রুটিনে ৪টি ধর্মের জন্য শুধু ১টি পিরিয়ড বরাদ্দ করা আছে, যেটি ইসলাম ধর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই বৈষম্য দূরীকরণ করা গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত এবং সকল শিশুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এক রকম হওয়া উচিত। এ বয়সের কোমলমতি শিশুদের ধর্মের তত্ত্ব না পড়িয়ে, ৪ ধর্মের সমন্বিত একটি নীতি শিক্ষামূলক বই পড়িয়ে এ শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বেশি কার্যকর করা যায়। এতে হাদিস, রামায়ণ বা মহাভারত, জাতক, বাইবেলের শিক্ষামূলক কাহিনী, ধর্মীয় নেতাদের জীবনের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী স্থান পেতে পারে।

কোন ধর্মের বইতে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার প্রাথমিক স্তরে একেবারেই অনু[illegible] এবং এসব বিদেশী ভাষা না [illegible] পড়তে শেখা আরেক ধরনের [illegible] অপচয় সৃষ্টি করে। চর্চার [illegible] বোঝার কারণে কোন কাজে আসে না। ধর্মের নীতি শেখানো হবে নাকি ধর্মের নামে ভাষা শেখানো হবে—এ বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে।

এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে হলে দরকার সব স্কুলে প্রয়োজন মতো শিক্ষক দেয়া, স্কুলঘর তৈরি, পায়খানা ও টিউবওয়েল বসানো।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার জন্য মহিলা শিক্ষক বাড়ানো দরকার, সাথে সাথে বয়স্ক শিক্ষায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, বন, মৎস্য, কুটির শিল্প ইত্যাদি সবরকম স্থানীয় কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া যে মেয়েদের অধিকার এবং লেখাপড়া যে তাকে একটি শক্তি প্রদান করবে তা মায়েদের ও বাবাদের উপলব্ধি করানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের কাজে রত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিটেড, আন্তরিক দক্ষ জনবলের দরকার। এ কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কোষ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ইকুইপমেন্ট বোর্ড, ব্যানবেইস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফললাভের উদ্দেশ্যে কি ধরনের মানসিকতা ও দক্ষতার অধিকারী জনশক্তি দরকার তা নিরূপণ করে সে ধরনের পেশার প্রতি আন্তরিক এবং উপযোগী ব্যক্তিদের আনার ব্যবস্থা এবং কোন রকম ফলপ্রসূ কাজ করেনি এমন পুরনো ব্যক্তিদের পরিবর্তন করা — একান্ত জরুরী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হওয়ার কথা যা কারিকুলাম সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজ করবে। তার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ-এর দরকার, আবার মৌলিক গবেষণা কাজ করতে আগ্রহী নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী ব্যক্তির দরকার। এরকম লোক চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ উচ্চতর পড়াশুনা করতে সুযোগ দিয়ে নিয়ে আসা এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের একটি পদক্ষেপ হতে পারে। গবেষণা ছাড়া উন্নয়নের সঠিক পথ লাভ অসম্ভব। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অসংখ্য, বেমানান অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি পদ অধিকার করে আছে, যারা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠাবানদের কাজে বাধার সৃষ্টি করে। এসব প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজানো একান্ত জরুরী। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক ভূমিকা পালন করতে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যেকোন সফল সরকারের প্রথম পদক্ষেপ।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল পদ পূরণ করা, প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা এবং ক্লাস্টার ট্রেনিং ব্যবস্থাকে এর দোষত্রুটি চিহ্নিত করে কার্যকর করা অত্য[illegible] জরুরী।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে [illegible] বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য অনুরো[illegible] করছি। এ রচনাটি প্রকাশিত [illegible] প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের অংশবিশে[illegible] এখনই রচনাটি প্রকাশ করার উদ্দে[illegible] — সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা[illegible] শুধুমাত্র শ্লোগানে সীমাবদ্ধ না রেখে [illegible] কর্মসূচীকে 'সবার জন্য শিক্ষা'র সা[illegible] চরিত্র দান এবং এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল মহলকে [illegible] কর্মসূচীকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে [illegible] করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে [illegible] এবং সহায়তা প্রদান।